কাজী লুৎফর রহমানের ইচ্ছা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এই উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এই চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। একথা এ জন্য বলছি যে, যেহেতু উন্নযন এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা অর্জন বা কাংখিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কোন একক সরকার বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং সংশি-ষ্ট সংগঠন আম-জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল ইস্যুর দিকে আমরা লক্ষ্য করি না কেন সব কিছুই উন্নয়নের অংশ কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নয়নের মেরুদন্ড হিসাবে দেখা হয়। একজন ক্ষুধাক্রান্ড় মানুষের সামনে বই পড়ার জন্য যদি একটি বই দেওয়া হয় তবে সে কিন্তু বই পড়ায় আগ্রহ দেখাবে না, বরং ক্ষুধাক্রান্ড় না হলে সে অতি আগ্রহের সাথে বই পাঠে মনোযোগী হবে। অর্থনৈতিক ভাবে মানুষের উন্নয়ন সাধনে বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যাদের নুন আনতে পান্ড় ফুরায়, তৃণমূল পর্যায়ে হত দরিদ্র, ভূমিহীন এমনি ধরণের পরিবার গুলি বন্যা, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি ও আর্সেনিকের মত নানা ধরণের দূর্যোগের মধ্যে বসবাস করে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছে। তাছাড়া পুষ্টির অভাবে এলাকার জনগণ দিন দিন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে। দরিদ্র এবং হতদরিদ্র পরিবারগুলি অর্থের অভাবে ডাক্তারী সেবা থেকে অনেক দূরে পড়ে থাকছে।

এমনি সময় যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ীতে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা "আইডিও"। প্রতিষ্ঠানটি অনেক গুলি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তার মধ্যে Pilot Level Community Based Participatory Herbal Garden ২০০৬ সাল থেকে এই কর্মসূচী বাস্ড়বায়নে সহযোগিতা করে আসছে। এখানে আইডিও কর্তৃক পরিচালিত হারবাল প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে মেহেরপুর গ্রামের একজন চাষী তার ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। মেহেরপুর গ্রামের একজন সাধারণ লোক কাজী লুৎফর রহমান, পিতা মৃত- কাজী আব্দুল লতিফ তিনি পেশাই তিনি ছিলেন একজন সাইকেল মেকার। কর্ম জীবনে ৪ মেয়ে ও ১ ছেলেকে অতিকষ্টে লেখাপড়া শিখিয়ে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। বর্তমানে আইডিও'র হারবাল কার্যক্রম দেখে ও এলাকার দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য চিকিৎসায় সহযোগিতা করার লক্ষ্যেই তিনি ২০০৭ ইং সালে বসতভিটার উত্তর পার্শে ৫৫ শতাংশ একটি পুকুরের চারপাশ ঔষুধী গাছ "বাঁসক"-এর চাষ করেন। যা এলাকার দরিদ্র পরিবার গুলি এই বাগান থেকে "বাঁসক" -এর পাতা, ফুল ও কান্ড নিয়ে জ্বর, কাশি, ফোট ও পাচড়াসহ বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করছে। তা ছাড়া বাড়ীর নিকটস্থ দরিদ্র পরিবারের নারীরা গাছের পাতা সংগ্রহ করে আইডিও'র সহযোগিতায় বিক্রয়ের উপযোগী করে ঔষধ কোম্পানির নিকট ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছে। এই আয় থেকে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ও ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার কাজে ব্যয় করছে। কাজী লুৎফর রহমান বলেন বর্তমান বাজারের বিভিন্ন কোম্পানির ঔষধ বিক্রি হচ্ছে কিন্তি ঔষধের কার্যকারীতা এতই কম যা বলা বাহল্য। আমি মনে করি এলাকার প্রতিটি বাড়ীতে আইডিওর সহযোগতার মাধ্যমে ঔষধি গাছ রোপন করা প্রয়োজন। কারণ অতি সহজে দরিদ্র পরিবারের সদস্যগণ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। যার ফলে পরিবার গুলি চিকিৎসা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কাজী লুৎফর রহমান এলাকার একজন সদালপী. বিনয়ী ও অতিথি পরায়ন মানুষ। যে কেউ বাড়ীতে বেড়াতে আসলে তিনি ঔষধু গাছের গুনাগুন সম্পর্কে শুনান এবং খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন,"আল-াহ নিকট আমি যা চেয়েছি আল-াহ আমাকে তার চেয়ে বেশী দিয়েছেন। তিনি বুঝাতে চান, আল-াহ তাদের কে রহমত করেছেন। সুতরাং মানুষকে সেবা দিলে এই রহমত কমে যাবে না। তিনি বলেন কোন কাজ দরদ, আন্ড়রিকতা বা সাধনা থাকলে অবশ্যই একদিন সাফল্য পাওয়া সম্ভব। আমরা কাজী লুৎফর রহমান-এর আরও সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

Wishes of Kazi Lutfur Rahman

Bangladesh is an under developing country. The govt. is taking every possible measure to make it rapid success. By the same time, the non-govt. organizations are delivering their positive contribution to this under going development works. I say this for that development is an undergoing Development works. Neither a single Govt. nor a single organization is able to earn its desired aim and success. So, related all kind of organizations along with Govt. and general people should try to achieve the objective. What we mention in the field of Development all are part of development. But much importance is given to the economic base. Because the economic base is measured as the backbone of all kind of development project. If a book is given to an hungry man he never pays attention to it. On the contrary, if a book is placed before a self contained man, he will be interested to the book. To achieve development economically the poor and backward people can play vital role. But they are passing days there in flood, heavy rain fall, Arsenic cosis and so many natural calamities. Besides, the people of this sector are falling victim so many fatal diseases for want of nutrition. At that time an Integrated Development Organization(IDO) is situated at Sagordarui, Keshabpur, Jessore. This organization is prosecuting many projects since 2006 in which the Pilot Level Community Based Participatory Herbal Garden is one of them. It is helping this organization in all respect. Here a farmer who lives in the Meharpur village has been inspired to observe the role of IDO. Let us discus his personal success. Kazi Lutfur Rahman is an ordinary people. His father's name is Late Kazi Abdul Latif. Kazi Lutfur Rahman has taught his four daughters and one son with proper education by his hard labor. At present he observes the Herbal project to help the poor people. He grows the herbal garden (Basak) as medicine. A poor woman collects leaves of the tree and sells it to the medical company with the help of IDO. From this income she maintains all her house hold expenses. Kazi Lutfur Rahman says, "Many kind of medicine are found in the market. It is needless to say that their action is less. He thinks that to grow herbal trees in every home of the locality by means of which the poor people of this area can afford them self with proper treatment. Kazi Lutfur Rahman is a man of good and amiable disposition. He tries to help them who goes to them for help. He also says that "Allah has given him 'Rahmot' and it will never be less. He also says that success is sure if we work with attention love and mediation. We wish him every success in life.